সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি এবং তাঁর সঙ্গে যারা মিত্রতা স্থাপন করে তাদের প্রতি। অতঃপর:

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ ﷻ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছি এবং আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করেছি এবং দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত " [আল মায়িদাহ: ৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মাঝে কোন নব উদ্ভাবিত বিষয় সৃষ্টি করবে তা রদ বলে গণ্য হবে ।" [বুখারী ও মুসলিম] রদ অর্থ হল, প্রত্যাখ্যাত।

ইদানিং আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে মানুষ যে সমস্ত বিদ'আত সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে রয়েছে শা'বান মাসের পনের দিনপরবর্তী এমন কিছু ইবাদত, যা তারা নিজেরাই তৈরি করেছে এবং সেগুলো পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমন তারা বিশেষভাবে শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতের রাতে) রাত্রি জাগরণ করে এবং এর দিনটিকে সিয়াম পালনের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করে বা এই দিনে নির্দিষ্ট কিছু সূরা তিলাওয়াত করে। সালাতুর রাগায়েব বা সালাতুল আলফিয়াহ বা সালাতুল বারাআ নামে বিভিন্ন ধরণের সালাত আদায় করে এবং বিভিন্ন প্রকার আলোকসজ্জা করাসহ মিষ্টান্ন বিলি করে... অথবা এই দিনে প্রচলিত যা পালন করা হয় সব কিছুই এর উদাহরণযোগ্য।

উপরোল্লিখিত কোন বিষয়েই আল্লাহ কোন দলিল অবতীর্ণ করেননি। জাল ও মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হাদীস ব্যতীত এগুলোর কোন ভিত্তিই নেই। নিচে এই ব্যাপারে আহলে ইলমদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল-

●ইমাম কুরতুবী বলেন: শবে বরাত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন হাদিস নেই। এর ফজিলত বিষয়ে বা এই রাতে মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করা বিষয় কোন দলীলই নেই। [আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন]

●ইমাম আবু বকর তুরতুশী মাগরিবী বলেন: ইবনে ওয়াদ্দাহ যায়দ ইবনে আসলামের সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেন: "আমরা আমাদের কোন শায়েখ ও ফকীহকে দেখিনি যে, তারা শবে বরাতের প্রতি কোন ধরণের ভ্রুক্ষেপ করেছেন। তারা মাকহুলের হাদীসের প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং তারা শবে বরাতকে অন্য কোন দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না।" [আল হাওয়াদিছু ওয়াল বিদা' লিত্তারতুশী]

●আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "জাল হাদিসগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, শবে বরাত রাতের সালাত সম্পর্কিত জাল হাদীস।" [আল মানারুল মুনীফ ফিস সাহীহি ওয়াদ দায়িফ]

●হাফিজ ইবনে দিহয়া বলেন: "জরাহ ও তা'দীল শাস্ত্রে অভিজ্ঞরা বলেন, শবে বরাত সম্পর্কিত কোন সহীহ হাদীস নেই। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা এমন অপবাদ আরোপকারীর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যে নেক কাজের প্রেক্ষিতে কোন হাদীস বয়ান করে দেবে। যেকোন নেক কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রণীত হওয়া চাই। কিন্তু যখন দেখা যাবে যে, হাদিসটি মিথ্যা তখন ঐ নেক কাজ তার বৈধতা হারিয়ে ফেলবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি হাদিসটি বানিয়েছে সে হল শয়তানের খাদেম। কারণ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে এমন হাদীস বানিয়েছে, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।" [আল বা-'ইছ আলা ইনকারিল বিদা'ই ওয়াল হাওয়াদিছ, লিআবী শা-মাহ আল মাক্বদিসী]

●ইমাম আশ শাওকানী বলেন: "আল মুখতাসারে মাজদ বলেন, শবে বরাত সম্পর্কিত

হাদীস হল বাতিল। এই শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামও একই কথা বলেছেন।" [তুহফাতুয যাকিরীন]

●ইমাম নববী বলেন: "এই দুই সালাত অর্থাৎ সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের সালাত হল নিকৃষ্ট, অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বেদ'আত।" [আল মাজমু]

প্রিয় মুসলিম ভাই! নির্ভরযোগ্য আলেমদের এই বক্তব্যগুলো উল্লেখের পর আপনার কাছে স্পষ্ট হল যে, এই দিন অথবা এই রাতের ব্যাপারে সহীহ হাদিসে কোন বিশেষ ইবাদাতের কথা উল্লেখ নেই।

তবে শা'বান মাসের ব্যাপারে ফজিলত বর্ণিত আছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাসে সিয়ামের পাবন্দি করেছেন। যেমন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে এতো বেশি সিয়াম পালন করতেন না।" [বুখারী ও মুসলিম]

উসামাহ ইবনে যায়েদ ؓ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! শা'বান মাসে আপনি যত সিয়াম পালন করেন অন্য কোন মাসে আপনাকে এতো সিয়াম পালন করতে দেখি না যে? তিনি বললেন: এটি মূলত রমযান ও রজবের মধ্যবর্তী একটি মাস, যাতে মানুষ উদাসীন থাকে। এই মাসে রাব্বুল আলামীনের নিকট আমলনামা পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম পালনরত অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হবে।" [হাদিসটি হাসান, নাসাঈ বর্ণনা করেছেন]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন,
বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

শবে বরাতের বিদ'আত

সম্পর্কে আলোকপাত

আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ
শাবান ১৪৩৮ হিজরি